দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 24 AUG 1986
পৃষ্ঠা ৫

শিক্ষাঙ্গন

প্রসঙ্গ ঃ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকগণের বেতন বৈষম্য

বাংলাদেশ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীগণের দীর্ঘদিন যাবৎ তাহাদের পেশাগত ভাগ্য গড়ে তোলার জন্য যে দাবি চলছিল কিন্তু সে দাবি উপেক্ষিত হয়েছে। ১৯৮৫-৮৬ সালের শেষ কিস্তির বিল পেয়ে শিক্ষক ও কর্মচারীগণ পরিস্কার বুঝতে পারছেন যে, পদস্থ শিক্ষক ছাড়া অন্য শিক্ষক ও কর্মচারীগণের মধ্যে বৈষম্য নীতি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে তাই সহকারী শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীগণের মনে অসন্তোষের ফলে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করার প্রতি আগ্রহ কমে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

বাংলাদেশে শিক্ষার মান আরও জোরদার করার লক্ষ্যে শিক্ষকগণের মধ্যেকার বিরাজমান বেতন স্কেলের বৈষম্য দূর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে শিক্ষক সমাজের শিক্ষাদানে আগ্রহ ফিরিয়ে আনার আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। শিক্ষক জাতির মেরুদণ্ড তাই শিক্ষক সমাজকে অবহেলা করে কোন জাতির উন্নতি হতে পারে না। পদস্থ শিক্ষকমণ্ডলীর সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে বেতন স্কেল পুনর্বিন্যাস করা দরকার। যে শিক্ষকগণ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে শিক্ষাদানের কাজে কঠোর পরিশ্রম করেন তাঁদের সেবার অবমূল্যায়ন না করে সমাজে আদর্শ লোক হিসেবে বেঁচে থাকার পথ সুগমের লক্ষ্যে পদস্থ শিক্ষকগণের বেতন স্কেলের সাথে সামঞ্জস্য করে সহকারী শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীগণের আর্থিক নিরাপত্তা ও পেশাগত মর্যাদা উন্নীত করার জন্য কর্তৃপক্ষের আশু পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন।

ডাক্তার এম এ গফুর
গণ্ডা ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা,
নেত্রকোনা।